দানিয়েল গ্রন্থ - নম্বর একুশ

পরিমিতভাবে

Jeff Pippenger
2023-12-16

আমরা ইশাইয়া গ্রন্থের সাতাশ অধ্যায় নিয়ে কাজ করছি, কারণ এটি ইশাইয়ার পরবর্তী অধ্যায়গুলোর প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠা করে। সেই পরবর্তী অধ্যায়গুলো শেষ বৃষ্টিকে সঠিক বাইবেলসম্মত পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করে। এই পদ্ধতিটি স্বীকৃত ও প্রয়োগ করা হলে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা উদ্ঘাটিত হয়, যা গ্রহণ করলে একটি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জাতি—অর্থাৎ সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট জনগণ—এর উদ্দেশে গাওয়ার কথা যে গানটির, তার বার্তা হলো যে ঈশ্বর তাঁদের জাতি হিসেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের যে ফল উৎপন্ন করবে বলে ঈশ্বর অভিপ্রায় করেছিলেন, তারা তা ফলায়নি। গানটি হওয়ার কথা ছিল সেই চুক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে—যা ঈশ্বর রোপণ করা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—এবং ১৮৬৩ সালে ‘হোঁচটের পাথর’-কে তাদের প্রত্যাখ্যানের ওপরও। তারা ১৮৫৬ সালে লাওদিকীয় অবস্থায় পরিণত হয়েছিল, এবং সাত বছর, বা ‘সাত সময়’, অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি দিন ধরে ঈশ্বর প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৬৩ সালে তারা তাঁর জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে, রবিবারের আইন ঘোষিত হলে তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণভাবে উগরে দেওয়ার আগে তাদের আগেভাগেই গুচ্ছে বেঁধে রাখা হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে অ্যাডভেন্টবাদের উদ্দেশ্যে যে বার্তা গাওয়া হচ্ছে, সেটি লাওদিকীয় বার্তা; আর সেটিই হলো দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বার্তা, যাতে রয়েছে সেই হোঁচটের প্রস্তর, যা যারা সেই মূল্যবান প্রস্তরকে "দেখতে" ও "স্বাদ নিতে" অস্বীকার করে, তাদের চূর্ণ করে দেয়। ইশাইয়ার অংশে লাওদিকীয়দের প্রতি প্রতিশ্রুতি হলো—যে কোনো অ্যাডভেন্টিস্ট যদি এই চূড়ান্ত সতর্কবাণী গ্রহণ করতে বেছে নেয়, তবে তার এখনও সময় আছে খ্রিষ্টের "শক্তি"কে "আঁকড়ে ধরার", যাতে তারা খ্রিষ্টের সঙ্গে "শান্তি স্থাপন করতে" পারে; কারণ খ্রিষ্ট এখনও তাদের সঙ্গে "শান্তি স্থাপন করতে" ইচ্ছুক। কিন্তু আসন্ন রবিবারের আইন আসার ঠিক আগে, মধ্যরাতের আর্তনাদের সময় সেই সুযোগ চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে সময়কাল শুরু হয়েছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যাদের সম্পর্কে বলা ছিল "পূর্বে তারা কোনো জাতি ছিল না", তাদের তিনি "শুষ্ক মাটি থেকে ওঠা একটি শেকড়" করবেন; তারা "মূল গাঁথবে", "ফুল ফোটাবে ও কুঁড়ি ধরাবে, এবং পৃথিবীর মুখ ফল দিয়ে ভরে দেবে"। যেসির শেকড়কে ফুল ফোটাতে ও কুঁড়ি ধরাতে যার ভূমিকা, তা হলো অন্তিম বৃষ্টি; কারণ যে শেকড়টি ফুল ফোটাবে ও কুঁড়ি ধরাবে, সেটিই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে উত্তোলিত যে পতাকা হবে, তার জন্য নির্ধারিত, এবং সেই পতাকাই যেসির শেকড়।

> আর সেই দিনে ইশাইয়ের শিকড় থাকবে, যা জনগণের জন্য এক নিশান হয়ে দাঁড়াবে; অন্যজাতিসমূহ তার সন্ধান করবে; আর তার বিশ্রামস্থল হবে মহিমান্বিত। ইশাইয়া

১১:১০।

শেষ বৃষ্টি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ইশাইয়ের শেকড়কে কুঁড়ি ধরা ও ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল, এবং শিগগির আসন্ন রবিবারের আইনে সেই শেকড় ফল দিয়ে সমগ্র পৃথিবী ভরে তুলবে। ইশায়া গ্রন্থের সাতাশতম অধ্যায়ে বর্ণিত রবিবারের আইন হলো এক ক্রমবর্ধমান ইতিহাস, যা দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়েও উপস্থাপিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামের মুক্তি এবং পরক্ষণেই তার সংযতকরণের মাধ্যমে জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হলে শেষ বৃষ্টি ছিটাতে শুরু করেছিল।

> "'সেই দুর্দশার সময়ের সূচনা,' এখানে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা মহামারীগুলি ঢেলে দেওয়া শুরু হবে যে সময় নয়; বরং তার ঠিক আগে একটি সংক্ষিপ্ত সময়, যখন খ্রিস্ট পবিত্রস্থানে থাকবেন। সে সময়ে, যখন পরিত্রাণের কাজ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, তখন পৃথিবীতে বিপদ আসবে, জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে, তবু তাদের সংযত রাখা হবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সেই সময়ে 'শেষ বৃষ্টি,' অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ কণ্ঠকে শক্তি দিতে এবং পবিত্রদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে যে, সাতটি শেষ মহামারী ঢেলে দেওয়া হবে যে সময়ে তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে।" Early Writings, 85.

উক্ত অংশে সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট করছেন যে এমন এক স্বল্প সময় আছে, যখন পরিত্রাণ তখনও উন্মুক্ত থাকে। তিনি যে "দুঃসময়"-এর কথা বলছেন, তা সেই মহাদুঃসময় থেকে ভিন্ন, যা শুরু হয় যখন অনুগ্রহের সময় সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়। অ্যাডভেন্টবাদে এটিকে যথার্থভাবেই "ছোট দুঃসময়" বলা হয়, সেই মহাদুঃসময়ের তুলনায় যা মিখায়েল দাঁড়ালে শুরু হয়। এই "ছোট দুঃসময়" বোঝায় সেই সময়কালকে, যখন শীঘ্র আসন্ন "রবিবার আইন"-এর সময় জাতীয় সর্বনাশ শুরু হয়, এবং যা চলতে থাকে অনুগ্রহের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে রবিবারের আইন পর্যন্তের ইতিহাসে অ্যাডভেন্টবাদের চূড়ান্ত শুদ্ধিকরণ ও বিচারকে শেষের বৃষ্টির 'ছিটেফোঁটা' সময়ে ঘটে বলে চিত্রিত করা হয়েছে। সে সময়কালটি, যখন শেষের বৃষ্টি, যা 'পুনরুজ্জীবন'ও বটে, 'ছিটেফোঁটা'র মতো শুরু হয়, কিন্তু রবিবারের আইনের সময় তা পূর্ণ বর্ষণে পরিণত হয়। সে সময়কাল, যা শুরু হয় যখন তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম জাতিসমূহকে ক্রুদ্ধ করে, তখন শেষের বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, এবং কেউ কেউ সেই শেষের বৃষ্টি চিনে নিয়ে গ্রহণ করে, আর কেউ কেউ শেষের বৃষ্টিকে চিনতেই পারে না। কেউ কেউ বুঝতে পারে যে কিছু ঘটছে, কিন্তু তা কী তারা বোঝে না, এবং তার বিরুদ্ধে নিজেদের দৃঢ় করে তোলে।

> অনেকেই বহুলাংশে প্রারম্ভিক বৃষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর তাদের জন্য যে সব আশীর্বাদ এভাবে প্রস্তুত করেছেন, তার সবকটির সুফল তারা পায়নি। তারা আশা করে যে এই অভাব শেষের বৃষ্টি দ্বারা পূরণ হবে। যখন অনুগ্রহের সর্বাধিক প্রাচুর্য প্রদান করা হবে, তখন তা গ্রহণ করতে তারা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে চায়। তারা ভয়ানক ভুল করছে। মানব হৃদয়ে তাঁর আলো ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে ঈশ্বর যে কাজ শুরু করেছেন, তা অবিরত অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে। আত্মার অধিবাসের জন্য হৃদয়কে প্রত্যেক অপবিত্রতা থেকে খালি করে পরিশুদ্ধ করতে হবে। পাপ স্বীকার ও ত্যাগের মাধ্যমে, অন্তরিক প্রার্থনা ও নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার দ্বারা, প্রথম যুগের শিষ্যরা পেন্টেকস্টের দিনে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। একই কাজ, তবে আরও বৃহত্তর মাত্রায়, এখন করতে হবে। তখন মানুষের করণীয় ছিল কেবল আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, এবং প্রভু যেন তার

> বিষয়ে কাজটি পরিপূর্ণ করেন সেই অপেক্ষায় থাকা। ঈশ্বরই কাজটি শুরু করেছেন, এবং তিনিই তাঁর কাজ সমাপ্ত করবেন, যিশু খ্রিস্টে মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। কিন্তু প্রারম্ভিক বৃষ্টিতে প্রতীকায়িত অনুগ্রহ অবহেলিত হওয়া চলবে না। কেবল যারা তাদের প্রাপ্ত আলোর অনুযায়ী জীবনযাপন করছে তারাই বৃহত্তর আলো পাবে। যদি আমরা সক্রিয় খ্রিস্টীয় গুণাবলির বাস্তবায়নে প্রতিদিন অগ্রসর না হই, তবে শেষের বৃষ্টিতে পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমরা চিনতে পারব না। এটি আমাদের চারপাশের মানুষের হৃদয়ে নেমে আসতে পারে, কিন্তু আমরা তা না চিনব, না গ্রহণ করব। Testimonies to Ministers, 506, 507.

এখন পরবর্তী বৃষ্টি পড়ছে; কেউ কেউ তা চিনে নিয়ে গ্রহণ করছে, আবার কেউ তা চিনতে না পেরে গ্রহণ করছে না। পরবর্তী বৃষ্টি পেতে হলে একে অবশ্যই চিনতে হবে। পরবর্তী বৃষ্টি শুধু একটি অভিজ্ঞতা নয়; এটি একটি বার্তা থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতা, কিন্তু সেই বার্তাটি তখনই গ্রহণ করা যায় যখন বার্তাটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তী বৃষ্টির বার্তাকে যে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই পদ্ধতিকে চিনতে না পারলে দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে উপস্থাপিত রাজ্যগুলোর উত্থান-পতনে অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাগুলো বোঝা কার্যত অসম্ভব।

বিশ্বের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত যে নিশান, যিশায়া তাকে "যিশাইয়ের শেকড়" বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং অধ্যায় সাতাশে যারা "যাকোবের বংশোদ্ভূত" তারা "শেকড় গাঁথে"। যারা "যিশাইয়ের শেকড়", তাদের সেখানে "ইস্রায়েল" বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং তারাই প্রথমে ফুল ফোটায় ও কুঁড়ি ধরে, পরে ফল দিয়ে বিশ্ব পূর্ণ করে। প্রকৃতির বিধান ভবিষ্যদ্বাণীর বিধানের সঙ্গে বিরোধ করে না, কারণ একই বিধানদাতা প্রকৃতি ও ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। একটি উদ্ভিদ ফল ধরার আগে, প্রথমে কুঁড়ির মাধ্যমে সুপ্তাবস্থা থেকে বেরোতে হয়, তারপর ফুল ফোটে। আত্মিক ইস্রায়েলে, যে "যিশাইয়ের শেকড়", ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিধারা পায়। এটি "ছিটানো" দিয়ে শুরু হয় এবং সেই নিশান যে ফল তুলে ধরে তা দিয়ে বিশ্ব পূর্ণ হলে, এটি পূর্ণ বর্ষণের রূপ নেয়।

ইসায়া গ্রন্থের সাতাশতম অধ্যায়ে, বৃষ্টির ছিটিয়ে পড়ার সূচনাকে এমন এক সময় হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যখন মুকুল "ফুটে ওঠে"। যখন তারা প্রথম "ফুটে ওঠে", তখন বৃষ্টিকে "পরিমাপে" ঢালা হচ্ছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। "পরিমাপে, যখন তা ফুটে ওঠে।" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, শেষ বৃষ্টির ছিটা "পরিমাপে" পড়তে শুরু করেছিল, কারণ তখনও গম ও আগাছা, অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খরা একসঙ্গে মিশে ছিল।

> ঈশ্বরের আত্মার মহা বর্ষণ, যা তাঁর মহিমায় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে, তা আসবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে এমন এক আলোকিত জনগোষ্ঠী প্রস্তুত হয়, যারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানে ঈশ্বরের সঙ্গে সহশ্রমিক হওয়ার অর্থ কী। যখন খ্রিস্টের সেবায় আমাদের সম্পূর্ণ, সর্বান্তকরণ উৎসর্গ থাকবে, তখন ঈশ্বর তা স্বীকার করবেন তাঁর আত্মা অপরিমিতভাবে বর্ষণ করে; কিন্তু এটা হবে না, যতক্ষণ গির্জার বৃহত্তম অংশ ঈশ্বরের সঙ্গে সহশ্রমিক না হয়। স্বার্থপরতা ও আত্মভোগিতা যখন এত স্পষ্ট, যখন এমন এক মনোভাব প্রাধান্য পায় যে, কথা দিয়ে প্রকাশ করলে কাইনের সেই উত্তরের মতো শোনায়—'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?'—তখন ঈশ্বর তাঁর আত্মা বর্ষণ করতে পারেন না। যদি এই সময়ের সত্য, যদি চারদিকে ঘনীভূত হতে থাকা সেই সব লক্ষণ, যা সাক্ষ্য দেয় যে সব কিছুর পরিসমাপ্তি সন্নিকটে, সত্যকে জানি বলে যারা দাবি করে তাদের নিদ্রিত শক্তিকে জাগাতে যথেষ্ট না হয়, তবে যে আলো এতদিন ধরে জ্বলছিল তার অনুপাতে অন্ধকার এই আত্মাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে।

> চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের মহাদিনে তাদের উদাসীনতার জন্য ঈশ্বরের সামনে পেশ করার মতো অজুহাতের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। কেন তারা ঈশ্বরের বাক্যের পবিত্র সত্যের আলোতে বাস করেনি, চলেনি, কাজ করেনি, এবং সে মাধ্যমে তাদের আচরণ, তাদের সহানুভূতি ও তাদের উৎসাহের দ্বারা পাপ-অন্ধকারে ঢেকে থাকা পৃথিবীর কাছে সুসমাচারের শক্তি ও বাস্তবতাকে যে খণ্ডন করা যায় না তা প্রকাশ করেনি—এ বিষয়ে উপস্থাপনের মতো কোনো কারণ থাকবে না। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২১ জুলাই, ১৮৯৬।

ইশাইয়ার সাতাশ অধ্যায় পরবর্তী বৃষ্টির বর্ষণ শুরুর ইতিহাসকে চিহ্নিত করে—যখন শুষ্ক ভূমি থেকে মূল অঙ্কুরিত হয়—এবং তারপর পৃথিবী ফল দিয়ে পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিকে অনুসরণ করে। অধ্যায়টি উল্লেখ করে যে, "পরিমাণমতো, যখন তা অঙ্কুরিত হবে, তুমি তার সঙ্গে বিবাদ করবে।" যখন পরবর্তী বৃষ্টিকে "sprinkling" হিসেবে পরিমাপ করা হচ্ছে, সিস্টার হোয়াইট বলেন যে পরবর্তী বৃষ্টি "আমাদের চারপাশের হৃদয়গুলোর উপর নেমে পড়তে পারে, কিন্তু আমরা তা অনুধাবন বা গ্রহণ করব না।"

এভাবে তিনি এমন এক মণ্ডলীকে চিহ্নিত করেন, যেখানে কেউ বৃষ্টির নেমে আসাকে স্বীকৃতি দেয়, আর কেউ তা স্বীকৃতি দেয় না। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন যে, যখন ঈশ্বর তাঁর শেষের বৃষ্টি অপরিমিতভাবে ঢেলে দেন, তখন তা নির্দেশ করে যে জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের আর কোনো মিশ্রণ থাকে না; তিনি এ কথা বলে বোঝান, "যখন আমরা খ্রিস্টের সেবায় সম্পূর্ণ, সর্বান্তকরণে নিজেকে উৎসর্গ করি, ঈশ্বর সেই বিষয়টি তাঁর আত্মার অপরিমিত বর্ষণের মাধ্যমে স্বীকার করবেন; কিন্তু মণ্ডলীর বৃহত্তম অংশ ঈশ্বরের সঙ্গে সহকর্মী হয়ে কাজ না করা পর্যন্ত এটি হবে না।"

কলীশিয়ার বৃহত্তর অংশ, বা কলীশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ, মথি ২৫-এ মূর্খ কুমারীদের রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ বাইবেলীয়ভাবে “অনেকে” ডাকা হয় কিন্তু “কয়েকজন” নির্বাচিত হয়। মধ্যরাতের সঙ্কটে জ্ঞানী ও মূর্খরা ঈশ্বরের বিধানে পৃথক হয়ে যায়; এই সঙ্কট শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইনের পূর্বে ঘটে। এই বিচ্ছেদ এমন এক জাতিকে গঠন করে, যারা তখন অন্তিম বৃষ্টিতে পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ বর্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং “এক দিনে জন্মানো জাতি” হয়ে ওঠে। তখন ইশাইয়ের শেকড় পতাকার ন্যায় উত্তোলিত হবে এবং ফল দিয়ে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবে।

ইশাইয়াহ ২৭ অধ্যায় উল্লেখ করে যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যখন শেষের বৃষ্টি ‘পরিমাপে’ বর্ষিত হতে শুরু করল, ‘তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে।’ ‘পরিমাপে, যখন তা অঙ্কুরিত হয়, তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে।’ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব ও গির্জায় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আজও—বিশ বছরেরও বেশি পরে—সেই ঘটনাগুলোকে ইসলামি কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে এখনো আপত্তি তোলা হয়; বরং কেউ কেউ সেটিকে কোনো ধরনের গ্লোবালিস্ট ষড়যন্ত্র বলে মানে। শেষের বৃষ্টির ছিটা এসে পৌঁছানোর সঙ্গে যে বিতর্ক যুক্ত, তা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল, কিন্তু জগতে চলতে থাকা বিতর্কগুলো ঈশ্বরের ভাববাণীতে চিহ্নিত ‘বিতর্ক’ নয়। বিতর্কটি পরবর্তী যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আসছে, তার মতো ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে ঘিরে।

> একবার নিউ ইয়র্ক শহরে থাকাকালে, রাত্রিকালে আমাকে আকাশের দিকে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়েছিল। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো নির্মিত হয়েছিল তাদের মালিক ও নির্মাতাদের গৌরবান্বিত করার জন্য। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে

ব্যবহৃত হচ্ছিল সর্বাধিক ব্যয়বহুল উপকরণ। যাদের এই ভবনগুলো ছিল, তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করছিলেন না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালোভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।

আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদের কার্যধারাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন তেমনি দেখতে পারত! তারা একের পর এক দৃষ্টিনন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কিন্তু মহাবিশ্বের অধিপতির দৃষ্টিতে তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্খতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারে—এ বিষয়ে তারা হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষের প্রথম কর্তব্য—তাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে।'

যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছিল, মালিকেরা উচ্চাভিলাষী গর্বে উল্লসিত ছিল যে নিজেদের ভোগ-বিলাসে এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেক করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরিদ্রদের শোষণ করে অর্জিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে স্বর্গে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়; প্রতিটি অন্যায় চুক্তি, প্রতিটি প্রতারণামূলক কাজ সেখানে লিপিবিদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধতত্যের মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দেবেন না, এবং তারা শিখবে যে যিহোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

"এরপর আমার চোখের সামনে যে দৃশ্যটি ভেসে উঠল, তা ছিল অগ্নিকুণ্ডের এক সতর্কসংকেত। মানুষজন সুউচ্চ এবং কথিতভাবে অগ্নি-প্রতিরোধী ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এসব সম্পূর্ণ নিরাপদ।' কিন্তু এই ভবনগুলো এমনভাবে ভস্মীভূত হলো, যেন সেগুলো তার দিয়ে বানানো। ধ্বংস ঠেকাতে দমকলের গাড়িগুলো কিছুই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা ইঞ্জিনগুলো চালাতে পারলেন না।" টেস্টিমোনিজ, ভলিউম ৯, ১২, ১৩।

অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরপরই এ ধরনের অংশবিশেষ বিশ্ববাসীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এটা নিউ ইয়র্ক সিটি এবং সেই অত্যন্ত উঁচু ভবনগুলোর কথা নয়ই বা কীভাবে হবে, যেখানে পরবর্তী অগ্নিকুণ্ডগুলোও দমকলের গাড়িগুলো থামাতে পারেনি? অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ যে লেখাগুলোকে একজন নারী নবীর রচনা বলে দাবি করে, সেখান থেকে এমন একটি অংশ এমনভাবে পূরণ হওয়ার পর ছাদের ওপরে থেকে ঘোষণা করা হবে না-ই বা কেন?

শেষের বৃষ্টির ছিটেফোঁটার আগমন, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক 'বিতর্ক'-এর আগমনকে চিহ্নিত করে, এটিও অ্যাডভেন্টবাদের চূড়ান্ত বিদ্রোহকে চিহ্নিত করে; কারণ সেখানেই তারা যাকে অবশিষ্টদের নবীনি হিসেবে চিহ্নিত করে, তাঁর স্পষ্ট ও সরল বাণীকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

"শয়তান ... অবিরত ভ্রান্ত বিষয়সমূহ প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে—সত্য থেকে বিমুখ করার জন্য। শয়তানের একবোরে শেষ প্রতারণা হবে ঈশ্বরের আত্মার সাক্ষ্যকে অকার্যকর করে তোলা। 'যেখানে দর্শন নেই, সেখানে প্রজা নাশ হয়' (হিতোপদেশ 29:18)। শয়তান কৌশলে, বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে, ঈশ্বরের অবশিষ্ট জনগণের সত্য সাক্ষ্যের প্রতি আস্থা টলিয়ে দিতে কাজ করবে।"

“সাক্ষ্যসমূহের বিরুদ্ধে এক শয়তানীয় ঘৃণা প্রজ্বলিত হবে। শয়তানের কার্যকলাপ হবে সেগুলির প্রতি মণ্ডলীগুলির বিশ্বাস অস্থির করে দেওয়া, এই কারণে: ঈশ্বরের আত্মার সতর্কবাণীসমূহ, তিরস্কার ও উপদেশসমূহ যদি মান্য করা হয়, তবে তার প্রতারণাগুলি প্রবেশ করাতে এবং আত্মাসমূহকে তার ভ্রান্তির বন্ধনে আবদ্ধ করতে শয়তানের এমন স্পষ্ট ও উন্মুক্ত পথ থাকবে না।” সিলেক্টেড মেসেজেস, খণ্ড ১, পৃ. ৪৮.

গম ও আগাছা উভয়েরই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাঁধনের সূচনা হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, ভাববাণীর আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে, যা ১৮৬৩ সালে বাইবেলের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল।

আমরা একটি জাতি হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য সব জনগণের আগে থেকেই সত্যের অধিকারী বলে দাবি করি। তাহলে আমাদের জীবন ও চরিত্র এমন বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সে দিন এখন দ্বারপ্রান্তে, যখন ধার্মিকেরা স্বর্গীয় গোলার জন্য মূল্যবান শস্যের মতো আঁটি বেঁধে জড়ো করা হবে, আর দুষ্টেরা, আগাছার মতো, শেষ মহাদিবসের অগ্নির জন্য জড়ো করা হবে। কিন্তু গম আর আগাছা 'কাটা পর্যন্ত একসঙ্গে বেড়ে ওঠে।' টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ১০০।

অ্যাডভেন্টিবাদ কীভাবে নিম্নলিখিত অংশটি উপেক্ষা করতে পারে, যা সরাসরি বলে যে এই ভবনগুলো ধসে পড়লে প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের এক থেকে তিন নম্বর পদ পূর্ণ হবে?

“এখন কি এই খবরটি প্রচারিত হচ্ছে যে আমি ঘোষণা করেছি নিউ ইয়র্ক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে? আমি এমন কথা কখনও বলিনি। আমি যখন দেখেছিলাম, সেখানে তলার পর তলা উঠে বিশাল ভবনগুলি নির্মিত হচ্ছে, তখন আমি বলেছিলাম, ‘প্রভু যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপাতে উঠবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্যই না ঘটবে! তখন প্রকাশিত বাক্য ১৮:১–৩-এর বাণীসমূহ পূর্ণ হবে।’ প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্রটাই পৃথিবীর ওপর যা আসছে তার বিষয়ে এক সতর্কবাণী। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ওপর কী আসছে সে বিষয়ে আমার কোনো বিশেষ আলো নেই; কেবল এটুকুই জানি, একদিন সেখানে থাকা বিশাল ভবনগুলি ঈশ্বরের শক্তির পুনঃপুনঃ উলটপোলটে ভূপাতিত হবে। আমাকে প্রদত্ত আলোর দ্বারা আমি জানি যে ধ্বংস পৃথিবীতে বর্তমান। প্রভুর একটিমাত্র বাক্য, তাঁর পরাক্রমশালী শক্তির এক স্পর্শ—আর এই বিশাল কাঠামোগুলি ভেঙে পড়বে। এমন সব দৃশ্য সংঘটিত হবে, যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।” Review and Herald, July 5, 1906.

আমরা এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা এই নয় যে এই অংশগুলো ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ পূর্ণ হয়েছিল কি না, কারণ সেগুলি নিশ্চিতভাবেই হয়েছিল; বরং আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরছি তা হলো সেই সময় শুরু হওয়া "বিতর্ক"। বিতর্কটি ছিল সঠিক বা ভুল পদ্ধতি নিয়ে। অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ ১৮৬৩ সালে উইলিয়াম মিলারের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার চৌদ্দটি নিয়ম প্রত্যাখ্যান করা শুরু করে, এবং আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আপনি অ্যাডভেন্টিস্ট ধর্মতাত্ত্বিকদের লেখা এমন কোনো বাইবেল-অধ্যয়নের বই কিনতে পারবেন না যা ভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রোমান ক্যাথলিকবাদের ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা বারবার সমর্থিত নয়। ১৮৬৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত, এবং এখনও আজ, উইলিয়াম মিলারের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মগুলির মাধ্যমে মূলত যে পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছিল, সেটি রোমান ক্যাথলিকবাদ ও ভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের পদ্ধতির পক্ষে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১৮, পদ ১ থেকে ৩ পূর্ণ হওয়ার সময় যে

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "বিতর্ক" শুরু হয়েছিল, তা ছিল সত্য বা ভ্রান্ত পদ্ধতি নিয়ে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে ইশাইয়ার সাতাশতম অধ্যায়ের 'বিতর্ক' বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা অব্যাহত রাখব।

> “আমাদের নিজেদেরই জানা উচিত যে খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী, সত্য কী, আমরা যে বিশ্বাস গ্রহণ করেছি তা কী, এবং বাইবেলীয় নিয়মাবলি কী—সেগুলোই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের প্রদত্ত নিয়মাবলি।” The 1888 Materials, 403.